রেনেসাঁস বা নবজাগরণ বলতে কী বোঝ? কেন ইতালিতে প্রথম রেনেসাঁস সংঘটিত হয়েছিল?

⇒ রেনেসাঁস কথাটির অর্থ হল নবজাগরণ বা নবজীবন লাভ। সাধারণভাবে নবজাগরণকে ইংরাজীতে আমরা রেনেসাঁস বলে থাকি। যার অর্থ হল শুধু অতীতকে জানা নয় তা পুনরুদ্ধারের প্রচেষ্টা। এই অতীতকে জানা বলতে জ্ঞানভান্ডার থেকে ব্যক্তি তথা দেশকে সমৃদ্ধ করে তোলা। প্রাচীনকালে গ্রীস ও রোমে যে সভ্যতা গড়ে উঠেছিল মধ্যযুগে তা অন্ধকারচ্ছন্ন হয়ে পড়ে অর্থাৎ এই সময় প্রাচীন গ্রীসে ইতিহাস, দর্শন বিজ্ঞান প্রভৃতির চর্চা বন্ধ হয়ে গিয়ে মানুষ অন্ধকারে নিমজ্জিত হয় এবং যুক্তি ও ন্যায় আদর্শের পরিবর্তে মানুষ অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কারের দাস হয়ে ওঠে। অর্থাৎ মধ্যযুগের কুসংস্কার ও ধর্মীয় গোঁড়ামীর আঁধারে হারিয়ে গিয়েছিল প্রাচীন গ্রিক ও রোমের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস। রেনেসাঁস বা নবজাগরণের অর্থই হল মধ্যযুগের এসব সংস্কার ও গোঁড়ামী কাটিয়ে জ্ঞানের আলোকে মানুষের বিচার বিবেচনার মাধ্যমে সব কিছুকে জানা। বলা বাহুল্য এই জ্ঞানের আলোকে প্রধান উৎসই হল তার অতীত ইতিহাস। এই জ্ঞানের আলোয় জ্ঞানের অজ্ঞানতা দূর করার চেষ্টা শুরু হয়েছিল দ্বাদশ শতকী থেকে। প্রাচীন দর্শনের আলোয়ই নবীন জগতের পথকে খুঁজে বার করার জন্য ইউরোপের বিভিন্ন স্থানে নতুন করে জ্ঞানচর্চা শুরু হয়। এবং গড়ে ওঠে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়। ফিরে আসে অ্যারিস্টটল ও নানা পন্ডিত মতামত ও গ্রন্থমালা। এই পরিবর্তনের প্রচেষ্টাকে কেউ কেউ দ্বাদশ শতকীর নবজাগরণ আখ্যা দিয়েছিল।

Scanned with CamScanner

মানবিকতার অর্থাৎ ... মানুষের চিন্তার জগৎ-এ অর্থাৎ পরিবর্তন দেখা দিতে শুরু করে। ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ শতাব্দীতে মানুষের চিন্তাধারা ইহলোক আবৃত্ত রাষ্ট্র ও ব্যক্তিকেন্দ্রিক হতে থাকে। এতদিন পর্যন্ত মানুষের চিন্তালোকের প্রধান কেন্দ্র ছিল ধর্ম। এই সময় থেকে ধর্মকাণ্ড ছাড়াও সাহিত্য, বিজ্ঞান, প্রকৃতি বিষয়ে মানুষ আকৃষ্ট হতে শুরু করে। এই আমলে ইউরোপের বিভিন্ন অঞ্চলে যেসব বিশ্ববিদ্যালয় গুলি সৃষ্টি হয়েছিল সেগুলির পাঠ্যসূচীতে উক্ত বিষয়গুলির অন্তর্ভুক্তিকরণের ফলে স্বাভাবিক মানুষের মধ্যে নানা জিজ্ঞাসা ও অনুসন্ধানের সঞ্চার হতে থাকে। ফলে ধর্ম বা নীতিকাণ্ডই মানুষের পাঠ্যসূচীর মূল বিষয় ছিল না। অ্যারিস্টটলের চিন্তাধারা এই সময় মানুষের মধ্যে বিশেষ সমাদৃত হয়। ইতিমধ্যে 1453 সালে অটোমান তুর্কিদের দ্বারা পূর্ব রোমান সাম্রাজ্যের রাজধানী কনস্টান্টিনোপলের পতন ঘটায় ফলে সেখানকার গ্রীক ও রোমান পণ্ডিতেরা তাদের প্রাচীন গ্রন্থগুলি সঙ্গে নিয়ে ইউরোপে চলে আসে। তাদের অনেকে প্রথমে ইতালিতে এবং পরে ইউরোপের বিভিন্ন জায়গায় আশ্রয় লাভ করেন। এইসব পণ্ডিতদের সংস্পর্শে এসে ইউরোপের মানুষ আবার প্রাচীন গ্রীক ও রোমান সভ্যতার ধ্রুপদী জ্ঞান, ও সম্যকভাবে অর্থাৎ জ্ঞান, বিজ্ঞান, শিক্ষা, শিল্প, দীক্ষা, সাহিত্য, শিল্পকলা সম্পর্কে বিশেষভাবে পরিচিত হওয়ার সুযোগ পায়। ইতিমধ্যে নূতন যুগের জ্ঞান ও পুরানো যুগের জ্ঞান মিলিয়ে বিজ্ঞানচর্চা শুরু হয়ে যায়, 'মানুষের ভাবনায় আসে গাঢ়, যুক্তিবাদ ও মানবতাবাদ বৈজ্ঞানিক চিন্তার লাভ করতে শুরু করে এবং' জেগে ওঠে রেনেসাঁসের প্রাণ শক্তি।

রেনেসাঁসের ফলে যে বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ হতে শুরু করেছিল তা পোপতন্ত্র অর্থাৎ ক্যাথলিক চার্চ সহ্য করতে পারেনি। কারণ তা ছিল তাদের স্বার্থের পরিপন্থী। ... বাধা দিতে শুরু করেছিল। ভয় দেখিয়ে ...

Scanned with CamScanner

ছিল কিন্তু দমিয়ে রাখতে পারেনি। রেনেসাঁসের আলোয় আলো নেওয়া বুদ্ধিজীবীদের। তাদের মধ্যে জানার আগ্রহ বিশেষভাবে বৃদ্ধি পেয়েছিল। এই নবজাগরণের প্রথম প্রকাশ হয় দক্ষিণ ইউরোপের ইতালিতে। কিন্তু কালক্রমে তা ইউরোপের অন্যান্য দেশে ছড়িয়ে পড়ে।

Scanned with CamScanner